One Human Family, Food for All
একই মানব পরিবার, সবার জন্য খাদ্য
Campaign-2014 (19 October), Caritas Bangladesh

সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর সকল প্রাণীর উপরে তাকে স্থান দিয়েছেন, সেই সাথে তাঁর সৃষ্ট উদ্ভিদ/প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার অধিকারও মানুষকে দিয়েছেন। তারপরেও, আজও পৃথিবীর বহু মানুষ প্রতিনিয়ত এই মৌলিক অধিকার (খাদ্য) হতে বঞ্চিত হচ্ছে। কারো খাদ্যের প্রাচুর্য রয়েছে, আর কারো হয়তো কিছুই নেই। গত কয়েক দশক ধরে এই অবস্থার ক্রমাগত অবনতি ঘটছে যা আমাদের সকলেরই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। সবাইকে খাদ্য বিপন্নতা বিষয়ে অবগত করা ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের সকলের খাদ্য-অধিকার নিশ্চিত করা (বিশেষত দরিদ্র ও দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠী) ও খাদ্য অপচয় রোধ করাকে সামনে রেখে ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দে কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজ এর উদ্যোগে "একই মানব পরিবার, সবার জন্য খাদ্য" অভিযান শুরু হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় এই বছর ক্ষুধা নিরসনের লক্ষ্যে পদযাত্রা/শোভাযাত্রার আয়োজন করা হবে যার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ক্ষুধা নিরসন তথা খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে জোরালো জন-সম্পৃক্ততা, উৎসাহ সৃষ্টি ও ভবিষ্যতে এই লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এই উদ্যোগ শুধুমাত্র কারিতাস বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আমরা আশা করি এটা পরিণত হবে সমগ্র বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা আন্দোলনে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য বিপন্নতা কি?

জাতিসংঘের Food and Agriculture Organization (FAO) এর মতে, খাদ্য নিরাপত্তা হল এমন এক অবস্থা যখন সর্ব সাধারণ কার্যক্ষম ও সুস্থ জীবন যাপনের লক্ষ্যে সব সময় নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্যে দৈহিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে পারে, যা তাদের প্রাত্যহিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও খাদ্য বৈচিত্রতার সুযোগ দেয়। এ সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে আমরা খাদ্য নিরাপত্তার চারটি নির্দেশক বা মাত্রা নির্ধারণ করতে পারি যথা খাদ্যের সহজলভ্যতা, খাদ্য গ্রহণ ও ক্রয়ের সুযোগ, খাদ্যের যথাযথ ব্যবহার এবং সময়ের সাথে সাথে খাদ্যের স্থিতিশীলতা।

ছবি: ইন্টারনেট

অন্যদিকে খাদ্য বিপন্নতা হল এমন এক অবস্থা যখন জনসাধারণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব থাকে, যা তাদের কর্মক্ষম করে তুলতে ও সুস্থ জীবনযাপনে ব্যাঘাত ঘটায়। খাদ্য বিপন্নতা দেখা দেয় খাদ্যের অপর্যাপ্ত যোগান, খাদ্য ক্রয়ে অক্ষমতা, অসম বন্টন ও পরিবার পর্যায়ে খাদ্যের অপর্যাপ্ত বা অসম ব্যবহারের ফলে। খাদ্য বিপন্নতা দীর্ঘমেয়াদী, মৌসুমী বা স্বল্পকালীন হতে পারে। অন্যদিকে, অপুষ্টির অন্যতম মূল কারণ হল খাদ্য বিপন্নতা। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এবং একটি ব্যতিরেকে অন্যটির পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা চিত্রঃ

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৪ খ্রীষ্টাব্দ উদযাপন উপলক্ষ্যে FAO খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করেছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

- ২০১২-২০১৪ খ্রীষ্টাব্দ সময়কালে পৃথিবীর প্রায় ৮০৫ মিলিয়ন/৮০.৫ কোটি মানুষ যা মোট জনসংখ্যার প্রতি ৯ জনের ১ জন দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির শিকার হয়েছে। যাদের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবন যাপনের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের তীব্র অভাব ছিল। এই সংখ্যা ১৯৯০-১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ২০৯ মিলিয়ন যা ২০০০-২০১০ খ্রীষ্টাব্দে নেমে আসে ১০০ মিলিয়ন।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৃহত্তর জনসাধারণ দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধা পরিস্থিতির শিকার। ১৯৯০-১৯৯২ হতে ২০১২-২০১৪ এর মধ্যে ক্ষুধা পরিস্থিতির শিকার জনসাধারণের সংখ্যা ৪২% হ্রাস পেয়েছে। এই অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৩.৫% অথবা প্রতি আট জনের একজন উক্ত দেশগুলোতে দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টিতে ভোগে।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ৬৩টি দেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের প্রথম লক্ষ্য "২০১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য মাত্রা" পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।
- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো দারিদ্র্য নিরসনে এগিয়ে থাকলেও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলো এখনো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে রয়েছে। আফ্রিকার সাব সাহারা মরুভূমির দেশগুলো এখনও দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য বিপন্নতা ও অপুষ্টির শিকার, যেখানে প্রতি চারজনের একজন খাদ্যগ্রহণ ছাড়া দিনানিপাত করে। এছাড়া সাব-সাহারাতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ অপুষ্টির শিকার জনগোষ্ঠী বাস করে। দক্ষিণ এশিয়াতে এই সংখ্যা ৫০ কোটিরও বেশি।

খাদ্য নিরাপত্তার জাতীয় চিত্রঃ

বাংলাদেশে এখনো দারিদ্র্য ও অপুষ্টি জনিত সমস্যা বিদ্যমান একটি দেশ এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, টর্নেডো ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে বিভিন্ন সময় ফসল ও সঞ্চিত খাদ্য/বীজ ধ্বংস হওয়ার কারণে পরিস্থিতি আরো খারাপ অবস্থা ধারণ করে।

International Food Policy Research Institute (IFPRI) দ্বারা পরিচালিত ওয়েবসাইট Food Security Portal কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও অপুষ্টির অন্যতম কারণ ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অধিক জনসংখ্যা ঘনত্ব। ২০১০ খ্রীষ্টাব্দে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে এমন জনসংখ্যার হার ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪০% হতে নেমে ৩১.৫%-এ দাঁড়িয়েছে (WFP, 2012) । এতদসত্ত্বেও মোট জনসংখ্যার (১৬ কোটি) ১৭% এখনও অতি দরিদ্র এবং তারা অধিক হারে সামাজিক অসমতার শিকার। বাংলাদেশে ২০১০-২০১২ খ্রীষ্টাব্দে অপুষ্টির শিকার জনসংখ্যার হার ছিল ১৬.৮% এবং ২০১১ খ্রীষ্টাব্দে অপুষ্টির শিকার শিশুদের সংখ্যা ছিল ৩৬%। Bangladesh Poverty Assessment 2010 অনুযায়ী, ২০০০ সালে বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছিল ৬.৩ কোটি, যা ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে নেমে দাঁড়ায় ৫.৫ কোটিতে এবং ২০১০ খ্রীষ্টাব্দে তা ৪.৭ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে, যা বাংলাদেশের দারিদ্র্য অবস্থার উন্নয়ন প্রকাশ করে।

বিগত এক দশকে (২০০০-২০১০) জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ২৬% হ্রাস পেয়েছে। অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪১% হ্রাস পেয়েছে। এই সংখ্যা ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৪.৪ কোটি এবং ২০১০ খ্রীষ্টাব্দে তা ২.৬ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। Human Development Index 2010 অনুযায়ী ১৬৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে ১২৯তম এবং Global Hunger Index (GHI) 2014 অনুযায়ী ৭৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৭ তম। দারিদ্র্য অবস্থার উন্নয়ন সত্ত্বেও, পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন খুবই ধীরগতিতে চলছে এবং বাংলাদেশ ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য'-এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পুরোপুরি সক্ষম হবে না।

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় খাদ্যনীতি (২০০৬) এর উপর ভিত্তি করে একটি কর্মকৌশল (২০০৮-২০১৫) প্রণয়ন ও অনুমোদন করেন। এ পরিকল্পনায় খাদ্যনীতির তিনটি মূল লক্ষ্যকে কার্যকর ও প্রয়োগযোগ্য কর্মকৌশলে রূপান্তরিত করছে এবং এর অগ্রাধিকার ঠিক করেছে। এই উদ্দেশ্যগুলো হলো: ১) যথেষ্ট পরিমাণে এবং স্থিতিশীলভাবে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা, ২) জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যথেষ্ট খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ৩) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করা। তবে খাদ্য নীতিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অধিকার হিসাবে খাদ্যকে বিবেচনায় না আনা।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যের অবস্থান:

দারিদ্র বিমোচন ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত মিলেনিয়াম সামিট-এ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়, যার স্থিতিকাল ২০১৫ সাল পর্যন্ত নির্ধারিত হয়। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য-১ এ চরম দরিদ্রতা ও ক্ষুধা হতে মুক্তি লাভের বিষয় উল্লেখ আছে।

সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রতিবেদনে, চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুপাত বিশ্ব পর্যায়ে অর্ধেক কমিয়ে আনার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। চরম দরিদ্রতার মধ্যে বসবাসকারী জনগণের (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর প্রতিবেদন অনুসারে, যাদের দৈনিক আয় ১.২৫ ডলার বা তার কম) সংখ্যা ১৯৯০ থেকে ২০১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৪৭% থেকে ২২%-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন কম মানুষ চরম দরিদ্রতার মধ্যে জীবনযাপন করেছে। এই প্রতিবেদনটিতে জনগোষ্ঠীর ক্ষুধা নিরাময়ের উপরও আলোকপাত করা হয়েছিল। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, উন্নয়নশীল অঞ্চলসমূহে ১৯৯০-১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ২৩.২% মানুষ অপুষ্টির শিকার হয়েছিল। ২০১০-২০১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অপুষ্ট জনগোষ্ঠীর মাত্রা ১৪.৯%-এ কমিয়ে আনা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ক্ষুধা নিরসনের এই জোরালো উদ্যোগ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে, যার ফলে ২০১৫ সালের মধ্যে অপুষ্ট জনগণের পরিমাণ অর্ধেকে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতির আরো উন্নয়ন ঘটাতে হবে, কেননা এখন পর্যন্ত প্রতি আট জনের একজন মানুষ অপুষ্টির শিকার হয়।

সারা বিশ্বে, চরম দরিদ্রতার অনুপাত অর্ধেকে নিয়ে আসার লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হলেও বর্তমান বিশ্বে ১.২ বিলিয়ন মানুষ চরম দরিদ্রতার মধ্যে জীবনযাপন করছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় প্রতি ছয় জনে একটি পাঁচ বছরের শিশুর কম ওজন, প্রায় চার জনের একজন নিম্ন উচ্চতা এবং প্রায় ৭ শতাংশ শিশু অতিরিক্ত ওজনের শিকার হয় (অতিরিক্ত ওজন এক ধরনের অপুষ্টি)।

প্রতিবেদনের হিসাব অনুযায়ী, ২০১০ থেকে ২০১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮৭০ মিলিয়ন মানুষ বা প্রতি আট জনের একজন মানুষ তাদের দৈহিক প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিতভাবে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। এই অপুষ্ট জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ (প্রায় ৮৫২ মিলিয়ন) উন্নয়নশীল দেশসমূহে বসবাসরত। দক্ষিণ এশিয়াতে, এই অপুষ্ট জনগোষ্ঠীর মাত্রা ১৯৯০-১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ছিলো প্রায় ২৭%, যা ২০১০-২০১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১৮%-এ কমিয়ে আনা হয়েছিলো।

খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে কারিতাস বাংলাদেশের উদ্যোগসমূহ:

ক্ষুধা নিরসন ও কারিতাসের উন্নয়ন সহযোগীদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কারিতাস বাংলাদেশ নিম্নে উল্লেখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করেছে:

- কৃষি ও অকৃষিক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান
- পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিবারভিত্তিক কৃষিপণ্য উৎপাদনে সহায়তা
- জলবায়ু অভিযোজনের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ জনসাধারণকে সচেতন করা, লোকজ প্রযুক্তির ব্যবহার ও অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষণ
- জলবায়ু অভিযোজিত কৃষি, পশু ও মৎস্য উৎপাদন
- সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন
- প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরী শিক্ষা সহায়তা
- শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা
- শিশুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সহায়তা
- বয়স্ক স্বাস্থ্য সহায়তা, কর্মদক্ষতা প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা
- সুপেয় পানির ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা
- সরকারী Safety Net কার্যক্রম হতে সুযোগ পাবার ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণকে সহযোগিতা প্রদান

উন্নয়নের ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা একটি জটিল বিষয়। তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি নির্ভর করে যথা খাদ্যের প্রাপ্যতা, খাদ্য পাওয়ার অধিকার এবং খাদ্যের ব্যবহার। অপরপক্ষে, খাদ্য বিপন্নতার সূচনা হয় ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে খাদ্যের অসম বন্টনের মাধ্যমে, যেখানে বৈশ্বিক বিপণনের মাধ্যমে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা, ক্রমবর্ধমান খাদ্য বিপন্নতা প্রতিরোধে বিশ্বায়নের ভূমিকা এবং প্রত্যন্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতা বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয় না। এর ফলে বর্তমান খাদ্য উৎপাদনের মাত্রা অনুসারে খাদ্যের চাহিদা পূরণ অনেকাংশেই ফলপ্রসূ হয় না।

খাদ্য বিপন্নতা, ক্ষুধা ও দরিদ্রতার অনেকগুলো কারণ রয়েছে, যেগুলো একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সকল নিয়ামকের তথ্য ব্যতিত যেকোন একটি নিয়ামকের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের জনগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাঁধার সম্মুখীন হয় এবং এর ফলে উৎপাদন ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর্থিক ক্ষতি সাধন করে এবং ক্ষুদ্র উৎপাদকদের আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে। অর্থের অভাবের কারণে তাদের মধ্যে বাজার ও খাদ্যের প্রবেশগম্যতার স্বল্পতা দেখা যায় বা অনেকক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা থাকে না। এর ফলে তারা অপুষ্টির শিকার হন যা তাদের দীর্ঘ সময় কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। খাদ্য নিরাপত্তার কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি গ্রহণ এবং দরিদ্রতা নিরসনের বিষয়সমূহের উন্নতি সাধন হবে। কাজের বহুমুখীকরণ হলো জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রধান কৌশল। খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিতকরনের প্রয়াসে, কারিতাস বাংলাদেশ ১৭৬ টি উপজেলায় দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। দরিদ্র পরিবারগুলোকে খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিয়মিত অর্থ প্রাপ্তির উপায়সমূহের সুযোগ সৃষ্টি করে, তাদের মর্যাদাসম্পন্ন জীবন গড়ার প্রয়াসে কারিতাস বাংলাদেশ সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

কারিতাস বাংলাদেশ
২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা
ফোন: +৮৮ ০২ ৮৩১৫৪০৫-৯, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৮৩১৪৯৯৩
ই-মেইল: info@caritasbd.org, ওয়েবসাইট: www.caritasbd.org